পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড (জেশপ বিল্ডিং)
কলকাতা- ৭০০ ০০১

নং-.৬৩০২/আর.ডি./এস.জি.এস.ওয়াই/১৯এস-১/২০০৭ তারিখ ঃ ২৫শে আগষ্ট, ২০০৮

বিষয় ঃ সংঘগুলিকে (স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দল) জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা দ্বারা সহায়তা প্রদান।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংঘ গঠন (এবং গ্রাম সংসদ স্তরে উপ-সংঘ গঠন) এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরে জোর দিয়েছে যাতে তাদের সহযোগী দলগুলির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। সংঘগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এবং জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা (ডি.আর.ডি.সি.) সম্ভাব্য সব রকমের সহায়তা দেবে। এই সক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটবে ধাপে ধাপে এবং তা হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সংঘের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। চলতি বছরের আগষ্ট মাস পর্যন্ত রির্পোট অনুযায়ী সারা রাজ্যে গঠিত ১১৫৬ টি সংঘের মধ্যে ১২৬ টি সংঘ গ্রেড- এ, ৩২৩ টি সংঘ গ্রেড- বি, ২৫০ টি সংঘ গ্রেড- সি স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং বাকী সংঘগুলির গ্রেডিং হয়নি। যেহেতু সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা এই ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের জন্য (এই বিভাগ থেকে জারি করা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসারে) ব্যবস্থাগ্রহণ করবে। এই কাজগুলি করতে হবে যাতে কিছুটা সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি সংঘগুলি সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

রাজ্য সরকার যে সব সংঘ গ্রেড- এ স্তরে উন্নীত হয়েছে তাদের জন্য কিছু কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে সংঘগুলি ঐ সব কর্মসূচীর সাহায্যে নিজেদের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেন এবং সংঘগুলি ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত আরও বড় উদ্যোগে সামিল হতে পারে। এই সমস্ত কর্মসূচীগুলি সংক্ষেপে এখানে বলা হল।

১। নার্শারি গড়ে তোলা ও সব্জিবাগানের জন্য বীজ বা চারা সরবরাহ করা ঃ

নার্শারিগুলি এন.আর.ই.জি.এ এবং অন্যান্য প্রকল্পের বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় চারাগাছের চাহিদা মেটাবে এবং সেইসঙ্গে ফলের চারা ও অন্যান্য চারা উৎপদন করবে যা বাজারে বিক্রি করা যাবে। নার্শারির কাজকর্মের জন্য এন.আর.ই.জি.এ. প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া যাবে এবং জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার সামগ্রিক তদারকির অধীনে সংঘগুলি কাজ করবে পি.আই.এ. হিসাবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের বাড়ির সংলগ্ন জায়গায় ফলের গাছ লাগানো এবং সব্জিবাগানের জন্য প্রয়োজনীয় চারাগাছ ও বীজ তৈরী করতে পারবে এই নার্শারিগুলি। যাদি কোন বিশেষ প্রজাতির বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন না করা যায় সেক্ষেত্রে সংঘগুলি তা ডব্লিউ.বি.সি.এ.ডি.সি বা বাজার থেকে কিনে সংঘের নির্ধারিত মূল্যে তা গোষ্ঠীগুলিকে যোগান দিতে পারবে।

তাদের এলাকায় উৎপন্ন হয় এমন সব শস্যের জন্য গুণগত মানের বীজ সরবরাহকে নিশ্চিত করতে উদ্যোগী সংঘগুলি বীজের ব্যবসা করতে পারে (তার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে)।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

১.১। নার্শারি গড়ে তোলা এবং তা চালানোর জন্য সংঘ মনোনীত সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সংঘগুলি নিজেরা বা তাদের নির্বাচিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ নিতে পারে।

১.২। এন.আর.ই.জি.এ.-এর পি.আই.এ. হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব সহ হিসাব রক্ষণের বিষয়ে সংঘের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করা।

১.৩। সংঘগুলিকে পি.আই.এ. হিসাবে যুক্ত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা জেলার এন.আর.ই.জি.এ. সেল এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক ও গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

১.৪। ডব্লিউ.বি.সি.এ.ডি.সি বা অন্যান্য এজেন্সী থেকে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হয় না এমন বীজ ক্রয়ের বিষয়ে সংঘগুলিকে সহায়তা প্রদান করা।

২। আই. সি. ডি. এস. কেন্দ্রে চাল সরবরাহের জন্য ধান্য প্রক্রিয়াকরণ ঃ

বাণিজ্যিক কর্মসূচী হিসাবে প্রত্যেক সংঘকে ধান্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য উৎসাহিত করা হবে যাতে তারা তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এবং গোলাজাত করার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ব্যবসা শুরু করার পূর্বে সংঘগুলিকে নিশ্চিত হতে হবে যেন খোলা বাজারে চাল বিক্রয়ের বিষয়টি লাভজনক হয়। যদি সুযোগ আসে আই. সি. ডি. এস. কেন্দ্র এবং "সহায়"-এর মতো অন্যান্য প্রকল্পে চাল সরবরাহ করে তারা বাড়তি উপার্জন করতে সক্ষম হবে। সংঘগুলি বিশেষত দরিদ্রপ্রধান এলাকার সংঘগুলিকে ধান-চাল গোলাজাত করার জন্য শস্য-ব্যাঙ্ক তৈরীতে উৎসাহিত করা হবে যাতে তারা দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সেই সব সদস্যদের ঋণ হিসাবে শস্য দিতে পারে যারা এই সময়ে দুরবস্থায় পড়ে বাজার থেকে টাকা বা ধান-চাল ঋণ হিসাবে নিতে বাধ্য হয়। সংঘ থেকে ধান-চাল ঋণ হিসাবে নিলে তা সংঘ দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত কিছু ধান-চাল সমেত ফেরত দিতে হবে। কোন সংঘ নিজেরা সরাসরি এই কাজ না করে সদস্য-গোষ্ঠীদের সাহায্যেও ধান্য-প্রক্রিয়াকরণ করার ব্যবস্থা করতে পারে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

২.১। ধান্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে যে সমস্ত সংঘ যুক্ত হতে চায় তাদের তালিকা সংগ্রহ করা।

২.২। এই সমস্ত সংঘের ধান্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে কী ধরণের পরিকাঠামো আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজন আছে তা সংঘের কাছ থেকে জানা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া।

২.৩। সংঘগুলিকে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাড় করতে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনীয়

আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

২.৪। আই. সি. ডি. এস. এবং "সহায়" প্রকল্পে চাল সরবরাহের ক্ষেত্রে সংঘের সদস্যদের হিসাব-রক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২.৫। সংঘ এই কাজ নিজে না করে যদি এক বা একাধিক সদস্য-গোষ্ঠীদের এই কাজে যুক্ত করে তাহলে ডি.আর.ডি.সি. সংঘের সহায়তায় ঐ গোষ্ঠীগুলির প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে।

৩। সহায় প্রকল্প রূপায়নে অংশীদার হিসাবে ভূমিকা ঃ

সম্বলহীন পরিবারগুলিকে খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার সহায় প্রকল্প চালু করেছে। সহায় প্রকল্পটির আওতায় আসা পরিবারগুলির সঙ্গে সহায় নির্দেশিকা অনুসারে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার কাজে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করতে হবে। এই প্রকল্পটি রূপায়নে নিজ নিজ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে সংঘগুলিকে অংশীদার হতে হবে এবং এক্ষেত্রে সংঘগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

৩.১। সহায় প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এবং সংঘের প্রতিনিধিদের যৌথভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা।

৩.২। প্রতিটি "সহায়" পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠী নির্বাচন এবং তাদের সহায় প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্যক প্রশিক্ষিত করার কাজে সংঘগুলিকে সহায়তা দেবে।

৩.৩। সংঘ স্তরে এই প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা এস.আর.ডি. কর্মসূচীর ডি.পি.এম.ইউ থেকে সহায়তা পাবে।

৪। সাক্ষরতার কর্মসূচী ঃ

সংঘগুলি তাদের নিরক্ষর সদস্যদের চিহ্নিত করবে এবং তাদের সাক্ষর করে তোলার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তাদের সাক্ষর সদস্যদের যুক্ত করবে। যদি জনশিক্ষা সম্প্রসার দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় বইপত্র না পাওয়া যায় তবে তা জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা কিনে বা ছাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। স্বেচ্ছাসেবকদের এই প্রশিক্ষণ বাবদ খরচও ডি.আর.ডি.সি. থেকে দেওয়া যেতে পারে। এই কাজে কোন মাসিক সাম্মানিক থাকবে না। সংঘগুলিও তাদের সদস্যদের ধারাবাহিক শিক্ষণের বিষয়টিতে উৎসাহিত করবে এবং সক্ষম ও ইচ্ছুক সদস্যদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে দশম মান পর্যন্ত উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে এবং সহায়তা দেবে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

৪.১। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দলের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য নির্দিষ্ট ছকে প্রাথমিক

সমীক্ষার কাজে যুক্ত করার জন্য জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা সংঘগুলিকে প্রশিক্ষণ দেবে এবং নিরক্ষর ও সাক্ষরতার কর্মসূচীতে যোগদান দিতে ইচ্ছুক সদস্যদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

৪.২। এই কাজের জন্য সদস্যদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক বেছে নেওয়ার জন্য সংঘগুলিকে সহায়তা দেবে।

৪.৩। জেলার সাক্ষরতা সম্প্রসার শাখার সাহায্য নিয়ে এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক স্বাক্ষরতা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৪.৪। বইপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রীর প্রয়োজন ও পরিমান নির্ধারণে সংঘগুলিকে সাহায্য করবে এবং তা সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

৫। স্বাস্থ্যবিধান এবং স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরী ঃ

মহিলাদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, সাধারণ ও প্রজনন-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের সহায়তা নিয়ে সংঘগুলি কিছু কর্মসূচী নেবে। স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরীর কেন্দ্র গড়ে তুলতে এবং তা সংশ্লিষ্ট এলাকায় এবং নিজেদের সদস্যদের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য সংঘগুলিকে উৎসাহিত করা হবে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

৫.১। জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা সেই সব সংঘদের চিহ্নিত করবে যারা তাদের সদস্যদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে চায় ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

৫.২। যে সমস্ত সংঘ স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরীকে একটি ব্যবসায়িক কাজ হিসাবে নিতে ইচ্ছুক তাদের চিহ্নিত করবে এবং তা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া সংঘের নির্ধারিত সদস্যদের স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরী এবং তা বিপননের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে (এই প্রশিক্ষণের কাজে রিসোর্স পারসন পেতে রাজ্য থেকে সহায়তা চাওয়া যেতে পারে)।

৫.৩। স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরীর কাজে যে সমস্ত স্বনির্ভর সংঘগুলি যুক্ত আছে সেখানে নবীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

৫.৪। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন স্থিরীকরণ এবং তা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৬। সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ঃ

সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে সংঘগুলি মূল সংস্থার ভূমিকা পালন করবে। তারা প্রত্যেক সদস্য দলের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবে, প্রশিক্ষক / প্রশিক্ষণের স্থান চিহ্নিত করবে এবং সম্ভব হলে জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার সাহায্য নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি স্থির করবে। নিজেদের জায়গায় বেশী সংখ্যক প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য সংঘের উপযুক্ত পরিকাঠামো ও সুবিধা সুনিশ্চিত করতে হবে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

৬.১। স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের বিষয়ে সংঘ-সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবে এবং এই বিষয়ে সব রকমের সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পদকর্মীদের পরামর্শ দেবে।

৬.২। প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য সংঘগুলিকে পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৬.৩। সংঘগুলির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের বিষয় অনুসারে জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা প্রশিক্ষণের কাজে প্রশিক্ষক নির্বাচন করে পাঠাবে। সংঘের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলগুলির কাজে তদারকি করবে যাতে তাদের উৎপাদনের কাজে অগ্রগতি আসে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী হিসাবে কাজে উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

৭। কাঁচামাল সরবরাহ এবং বিপননের সহায়তা ঃ

সংঘগুলি সেই সমস্ত উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ করবে যেগুলি তাদের সদস্য দলগুলির দ্বারা তৈরী হয় এবং সদস্য দলগুলিকে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ে সাহায্য করবে যাতে তারা বেশী মুনাফা পায়। এক্ষেত্রে সংঘগুলি বাজার এবং উৎপাদকের মধ্যে সংযোগকারী হিসাবে কাজ করবে। সংঘগুলির বিপননের কাজে প্রশিক্ষিত সদস্য থাকবে যারা এই বিষয়ে সহায়তা দেবে এবং জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা প্রস্তাব পেলে পেশাদার সংস্থা দ্বারা সংঘের সদস্যদের বিপননের কাজে প্রশিক্ষণ দেবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের বিপননকে সুনিশ্চিত করতে সংঘগুলি নিজেদের সদস্য দলের পরিবার ও তাদের প্রতিবেশীর মধ্যে উৎপাদিত পণ্যের বিপননের ব্যবস্থা করবে এবং যে সমস্ত পণ্য ঐ সমস্ত পরিবার ক্রয় করেন তা উৎপাদন করতে বা তা অন্য সংঘ উৎপাদন করলে তা কিনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

৭.১। সংঘের অনুমোদিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যদের নানা রকমের উৎপাদনমুখী কাজকর্মে যুক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সংঘকে সাহায্য করবে। এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পণ্যের চাহিদা কিরকম তা সমীক্ষা করতে সংঘকে সাহায্য করবে।

৭.২। কাঁচামালের প্রয়োজন এবং বাণিজ্যিক কাজকর্মে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা সমাধানের ক্ষেত্রে সংঘকে সহায়তা দেবে।

৭.৩। বিপনন বিষয়ক প্রশিক্ষকদের সাহায্যে কাঁচামালের উৎস এবং উৎপাদিত সামগ্রী বিপননের উপায় বের করতে সংঘকে সহায়তা দেবে।

৭.৪। সংঘের নিজেদের সদস্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অন্যান্য সংঘ এবং সদস্য নয় এমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত জিনিসপত্র সংঘের সদস্যদের মধ্যে বিক্রয়ের বিষয়ে সংঘকে সাহায্য করবে।

৭.৫। সাধারণ পরিবারের ব্যবহার্য্য সামগ্রী উৎপাদনকারী কোম্পানী থেকে ডিলারশিপ নেওয়ার বিষয়ে সংঘকে সাহায্য করবে।

৮। কিছু পণ্য উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত হওয়া ঃ

সংঘের অনেক সদস্য গোষ্ঠী নানা রকমের পণ্য উৎপাদন করে। সংঘগুলি এই সমস্ত পণ্যের মধ্যে কিছু পণ্য বৃহৎ আকারে নিজেরাই তৈরীর উদ্যোগ নিতে পারে। তার জন্য সংঘ ওয়ার্কশেড ও গোডাউন তৈরী ও অন্যান্য উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। প্রয়োজন হলে সংঘের এলাকার মধ্যে একাধিক স্থানে

ওয়ার্কশেড তৈরী করে তা উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিছু পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পরিষেবা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গেও সংঘ যুক্ত হতে পারে।

যে সকল সংঘ সাংগঠনিক ভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী শুধু তাদেরই শেষের দুটি কাজে যুক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে সব সংঘ প্রথমে যে ছয়টি কাজের কথা বলা হয়েছে তার অন্তত কিছু কাজ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবে শুধু তাদেরই বড় আকারে উৎপাদনের কাজে যুক্ত হওয়া উচিত।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার কাজ ঃ

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা সংঘগুলিকে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল করবে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সংঘের বিভিন্ন চালু কর্মসূচীগুলিতে শিক্ষামূলক পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে এক বা একাধিক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে ইচ্ছুক সংঘগুলি সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রাথমিকভাবে কোনো সংঘের পক্ষে একটি কর্মসূচী হাতে নিয়ে কাজ শুরু করা ভালো এবং ধীরে ধীরে কর্মসূচীর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে এবং এর ফলে একদিকে যেমন কোনো কর্মসূচী পরিচালনার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনি নিজেদের কাজের বিষয়ে আস্থা জন্মায়। পূর্বোক্ত ৭নং এবং ৮নং অনুচ্ছেদের কর্মসূচীগুলি কিছুটা পরিণত অবস্থায় গ্রহণ করা উচিৎ।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখাগুলি সংঘের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে সম্ভাব্য সকল রকমের সহায়তা দেবে এবং নিজস্ব বাড়িসহ অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা, সঠিক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলিতেও সাহায্য করবে। এই সমস্ত সহায়তাগুলি কেবলমাত্র গ্রেড-এ সংঘগুলিকে দেওয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা এই সহায়তাগুলি দেওয়ার সময় একজন আধিকারিককে নির্দিষ্ট করবে যিনি অন্ততপক্ষে প্রতি মাসে একবার সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির কাজকর্ম পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সামর্থ অর্জন করতে পারে। যে কোন কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে সংঘের সদস্যরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখার আধিকারিক বা পঞ্চায়েত নিজেদের কোনো সিদ্ধান্ত সংঘের উপরে চাপিয়ে দেবেন না-- এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যাইহোক উপরোক্ত কর্মসূচীগুলির সঙ্গে সাজুয্য রেখে জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সংঘগুলিকে সম্ভাব্য সব রকমের সহায়তা প্রদান করবে।

এখানে যা বলা হল সেইভাবে কাজের জন্য যদি স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় সহায়তা না দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বিধি অনুসারে গঠিত প্রোজেক্ট এপ্রুভাল কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের এই বিভাগের "সাপোর্ট টু এস.এইচ.জি. মুভমেন্ট" খাতে তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। উপরোক্ত কর্মসূচীগুলি ছাড়াও সদস্যদের কাছে সুফলদায়ী অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে সংঘগুলির অবশ্যই স্বাধীনতা থাকবে যা তাদের নিজস্ব সংস্থান থেকে রূপায়িত করতে হবে।

একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গঠিত গোষ্ঠীগুলির দ্বারা তৈরী এলাকাভিত্তিক সংঘের (এরিয়া ক্লাস্টার) বাইরে কিছু নির্দিষ্ট অর্থকরী কর্মসূচী গ্রহণের জন্য কিছু এক্টিভিটি ক্লাস্টার বা "উৎপাদক সংঘ" তৈরী হবে। তাদের কাজকর্মের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে একই রকমের নীতি গ্রহণ করা হবে। জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা তাদের আংশিক মূলধন ও পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করবে এবং যেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বা নিজস্ব সঞ্চয় থেকে তা

পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে বিভাগের উপরোক্ত বরাদ্দ-খাত থেকে সাহায্য দেওয়া হবে।

জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখাগুলি এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা অবিলম্বে উপরোক্ত কর্মসূচীগুলিকে রূপায়নের ব্যবস্থা করবে। এই নির্দেশ সমস্ত সংঘ এবং পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির কাছে পাঠাতে হবে যাতে তারা উপরোক্ত লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। অফিস তৈরীর প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান এবং উপরোক্ত কাজকর্মের জন্য পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব এলাকায় আনটায়েড গ্রান্ট এবং নিজস্ব রাজস্ব ব্যবহার করে সংঘগুলিকে সহায়তা দিতে পারে। নীতিগতভাবে এই নির্মাণের সমস্ত কাজকর্ম সংঘগুলিই করবে এবং যদি সংঘগুলি প্রস্তাব দেয় তবে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি ইঞ্জিনীয়ারের পরিষেবা সহ অন্যান্য সহায়তা দিতে পারে।

এই নির্দেশিকা অনুসারে সংঘগুলিকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সংঘগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সমস্ত জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা সংঘ-সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করবে। রাজ্যস্তরে এখন থেকে প্রতি মাসে এই পরিকল্পনায় কাজের অগ্রগতির বিষয়টি পর্যালোচিত হবে।

স্বাঃ/ মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব

নং-.৬৩০২/১(১৯)/আর.ডি./এস.জি.এস.ওয়াই/১৯এস-১/২০০৭ তারিখ ঃ ২৫শে আগষ্ট, ২০০৮

অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রতিলিপি পাঠানো হল ঃ

(১-১৯) প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা গ্রাম উন্নয়ন শাখা,
..... জেলা / মহকুমা / দার্জিলিঙ গোর্খা হিল কাউন্সিল।

স্বাঃ/ দিলীপ ঘোষ
বিশেষ সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার